মৃত্যুর রাজনীতি: শাসনভেদে হত্যাকেন্দ্রিক ফ্যাসিবাদের মানচিত্র

প্রফেসর ডঃ শ্যামল দাস

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদী আচরণের সবচেয়ে অভিযোগ করার সময় গুরুত্বপূর্ন যে ফ্যাক্টরগুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে বিরোধীপক্ষকে হত্যার মাধ্যমে নির্মুল করার বিষয়টিই মুল। এই অভিযোগটিই আমাদের আজকের প্রবন্ধের মূল শাসনামলের একক বৈশিষ্ঠ্য। আমাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, বিপক্ষকে নির্মূল করার এই প্রবণতাটি কি একমাত্র শেখ হাসিনার শাসনামলের বৈশিষ্ট্য? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যেয়েই বক্ষমান প্রবন্ধের অবতারনা। আমরা শেখ হাসিনার শাসনামলের সাথে জিয়া, খালেদা জিয়া (বিএনপি) ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তুলনা করার সিদ্ধান্ত নেই। তারি ফলাফলই আজকের প্রবন্ধ।

ফ্যাসিবাদ তার মূলগত অর্থে মানুষকে ‘অমানবিক’ করে দেখার রাজনীতি হয়, তবে তার সবচেয়ে নৃশংস প্রকাশ ঘটে প্রাণঘাতী সহিংসতার মাধ্যমে—যেখানে মানুষকে মব-হত্যায় লিঞ্চ করা হয়, আইনবহির্ভূতভাবে নিরাপত্তা বাহিনী হত্যা করে, অথবা ‘জাতির শত্রু’ হিসেবে চিহ্নিত করে লক্ষ্যভিত্তিকভাবে নির্মূল করা হয়। এই প্রবন্ধে আমরা সেই কাঠামোয় একটি নতুন ‘হত্যাকেন্দ্রিক’ স্তর যোগ করছে, যা তিন ধরনের প্রাণঘাতী দমনের ওপর ভিত্তি করে একটি যৌগিক সূচক তৈরি করে—

১। মব-হত্যা (লিঞ্চিং, গণ-প্রহার, স্বেচ্ছাচারী হত্যাকাণ্ড);

২। নিরাপত্তা বাহিনীর মাধ্যমে বিচারবহির্ভূত হত্যা;

৩। লক্ষ্যভিত্তিক রাজনৈতিক হত্যা, যেখানে রাষ্ট্রীয় এবং অর্ধ-রাষ্ট্রীয় উভয় ধরনের অভিনেতা জড়িত থাকতে পারে।

এই সূচকের উদ্দেশ্য সংকীর্ণ অর্থে অপরাধের পরিসংখ্যান পুনরুত্পাদন করা নয়, বরং বিভিন্ন শাসনামলে প্রাণঘাতী সহিংসতা কীভাবে সংগঠিত, সহনীয়, বা পরিকল্পিতভাবে পরিচালিত হয় এবং তা কীভাবে ফ্যাসিবাদী নিয়ন্ত্রণের প্রযুক্তি হিসেবে কাজ করে—তা ধারণ করা। এই কাজে, খণ্ডিত মানবাধিকার তথ্য, ব্যাক-কাস্টিং, গুণগত প্রমাণ ও স্টাইলাইজড মডেলিং একত্র করে চারটি গুরুত্বপূর্ণ আমলের জন্য একটি রেজিম-স্তরের সূচক নির্মাণ করা হয়েছে:

- জিয়াউর রহমান (জিয়া), ১৯৭৭–১৯৮১
- বিএনপি, ২০০১–২০০৬
- আওয়ামী লীগ (এএল), ২০০৯–জুলাই ২০২৪
- অন্তর্বর্তী সরকার, আগস্ট ২০২৪–২০২৫

অধ্যায়টি প্রতিটি উপাদানের সংজ্ঞা, তথ্যসূত্র ও ব্যাক-কাস্টিং কৌশল ব্যাখ্যা করে, এবং পরে ১০–১০০ স্কেলে একটি 'হত্যা-ভিত্তিক ফ্যাসিবাদ সূচক' নির্মাণ করে যা বৃহত্তর FPI-10–কে পরিপূরক করে।

২ প্রাণঘাতী সহিংসতাকে ফ্যাসিবাদের সূচক হিসেবে ধারণা করা

ফ্যাসিবাদ তিনটি আন্তঃসংযুক্ত সহিংসতা-বৃত্তের মাধ্যমে তীব্রতর হতে পারে—

1. মব সহিংসতা: যখন সাধারণ মানুষ, দলীয় ক্যাডার বা স্বেচ্ছাচারী গোষ্ঠীগুলোকে প্রকাশ্যে বা নীরবে 'জল্লাদ' হিসেবে কাজে লাগানো হয়। এতে রাষ্ট্র ও ভিড়ের মধ্যে সীমারেখা ক্ষয়ে যায় এবং জনসমক্ষে নৃশংসতার স্বাভাবিকীকরণ ঘটে।
2. বিচারবহির্ভূত হত্যা: যখন নিরাপত্তা বাহিনী "ক্রসফায়ার," "এনকাউন্টার," অথবা বিশেষ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে প্রকৃত বিচারপ্রক্রিয়া ছাড়াই মানুষ হত্যা করে। এখানে রাষ্ট্র নিজেই জল্লাদের ভূমিকায়—প্রায়ই আইনি আবরণের ভেতরে।
3. লক্ষ্যভিত্তিক হত্যা: যখন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে "দেশদ্রোহী," "সন্ত্রাসী," বা "ধর্ম/জাতির শত্রু" বলে চিহ্নিত করে নির্মূল করা হয়—তা রাষ্ট্র, দলীয় মিলিশিয়া বা সশস্ত্র মতাদর্শিক গোষ্ঠী যেই করুক না কেন। এটি ফ্যাসিবাদী সহিংসতার সবচেয়ে স্পষ্ট রূপ, কারণ এখানে মতাদর্শ, পরিচয়, এবং প্রাণঘাতী দমন একত্রে কাজ করে।

এই তিনটি পরস্পরবিরোধী নয়; বরং একটি ঘটনা—যেমন কোনো সংখ্যালঘু গ্রামে পোগ্রোম বা কোনো রাজনৈতিক সমাবেশে গ্রেনেড হামলা—এই তিন রকম সহিংসতাকেই একত্রে ধারণ করতে পারে: মবের অংশগ্রহণ, রাষ্ট্রের নীরব সম্মতি, এবং অত্যন্ত রাজনৈতিক লক্ষ্যভিত্তিক আঘাত।
সুতরাং এখানে নির্মিত সূচকটি স্রেফ "মৃতদেহের সংখ্যা" নয়; বরং বিভিন্ন শাসনামলে প্রাণঘাতী দমনের মাত্রা ও স্থাপত্য ধারণ করার একটি গঠনমূলক পদ্ধতি।

৩ তথ্য ও পদ্ধতি (Data and Methods)

৩.১. শাসনকাল এবং জনসংখ্যাভিত্তিক মানদণ্ড

এই অধ্যায়ের বিশ্লেষণের জন্য প্রতিটি শাসনকালকে একটি স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণ ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে—

- জিয়া, ১৯৭৭–১৯৮১: ১৯৭৭ সালের এপ্রিলের ক্ষমতা সংহতকরণ থেকে ১৯৮১ সালের মে মাসে তাঁর হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত।
- বিএনপি, ২০০১–২০০৬: ২০০১ সালের নির্বাচনে বিজয় থেকে ২০০৬ সালের শেষ দিকে নির্বাচিত বিএনপি সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত (কিছু তথ্য প্রাথমিক সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডকেও অন্তর্ভুক্ত করে)।

- আওয়ামী লীগ (এএল), ২০০৯–জুলাই ২০২৪: জানুয়ারি ২০০৯ থেকে শুরু হওয়া এএল সরকারের কার্যকাল থেকে জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত অব্যাহত শাসনকাল।
- অন্তর্বর্তী সরকার, ২০২৪–২০২৫: আগস্ট ২০২৪ থেকে আনুমানিক আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত (প্রথম বর্ষের সময়কাল)।

প্রত্যেক শাসনামলের জন্য আনুমানিক গড় জনসংখ্যা (মিলিয়ন এককে) নির্ধারণ করা হয়েছে—যেমন ১৯৭০–এর শেষের দিকে প্রায় ৯ কোটি, ২০০০-এর শুরুর দিকে ১৪ কোটি, এবং ২০১০–২০২০–এর দশকে প্রায় ১৬.৫–১৭ কোটি। এই সংখ্যা ব্যবহার করে প্রতিটি শাসনকালের মোট হত্যার সংখ্যা বছরওয়ারি প্রতি ১ লক্ষ জনসংখ্যায় রূপান্তর করা হয়েছে।

৩.২. তথ্যসূত্র ও বিশ্লেশনধারা

তথ্য সূত্রঃ অধিকার (Odhikar), আইন ও শালিশ কেন্দ্র (আসক বা ASK), এবং মানবাধিকার প্রতিবেদনসমূহ

এই অধ্যায়ে ব্যবহার করা হয়েছে—

- অধিকার (Odhikar)–এর বার্ষিক মানবাধিকার প্রতিবেদন (বিশেষত ২০০১ সালের পর বিচারবহির্ভূত হত্যা ও লিঞ্চিং সম্পর্কিত তথ্য);
- আইন ও সালিশ কেন্দ্র (ASK) এবং অন্যান্য এনজিও–এর ২০১৬–২০২৪ সময়কার মব-হত্যা ও লিঞ্চিং–এর তথ্য;
- আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার দলিল (যেমন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ) এবং একাডেমিক গবেষণা, অন্তর্ভুক্ত—
    - জিয়ার আমলে ১৯৭৭ সালের সামরিক মৃত্যুদণ্ডের বড় ঘটনা,
    - বিএনপি ও এএল সরকারের সময় র‍্যাবের বিচারবহির্ভূত হত্যা,
    - ২১ আগস্ট ২০০৪–এর গ্রেনেড হামলা ও পরবর্তী রাজনৈতিক হত্যা,
    - ২০২৪ সালের জুলাই–পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের সময়, যখন লিঞ্চিং ও স্বেচ্ছাচারী সহিংসতা ভয়াবহ মাত্রায় পৌঁছায়।

যেখানে নির্ভরযোগ্য সংখ্যা পাওয়া গেছে, তা সরাসরি ব্যবহার করা হয়েছে। যেখানে ধারাবাহিক বা বার্ষিক তথ্য অসম্পূর্ণ, সেখানে ব্যাক-কাস্টিং ও স্টাইলাইজড মডেলিং ব্যবহার করা হয়েছে এবং স্পষ্টভাবে "অনুমানভিত্তিক" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৩.৩ ব্যাক-কাস্টিং ও তথ্যসূত্র-সমন্বয়

দুটি প্রধান পদ্ধতিগত চ্যালেঞ্জ রয়েছে—

১. অসম্পূর্ণ বা অনুপস্থিত ঐতিহাসিক সিরিজ

(বিশেষত ২০০১-এর আগের মব-হত্যা এবং জিয়া আমলের বিচারবহির্ভূত হত্যা)

- এসব ক্ষেত্রে ব্যাক-কাস্টিং প্রয়োগ করা হয়েছে—অর্থাৎ পরবর্তী সময়ের প্যাটার্ন, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং তুলনামূলক শাসনচিত্র থেকে পূর্ববর্তী সময়ের সম্ভাব্য সংখ্যা পুনর্গঠন করা।
  যেমন—
    - বিএনপি (২০০১–২০০৬) সময়ে, ২০০৪ সালে র‍্যাব প্রতিষ্ঠার পর বিচারবহির্ভূত হত্যা হঠাৎ বৃদ্ধি পায় এবং মব-সহিংসতা উচ্চমাত্রায় অব্যাহত থাকে।
    - জিয়া (১৯৭৭–১৯৮১) আমলে নিয়মিত লিঞ্চিং ডেটা নেই, কিন্তু বৃহৎ সামরিক মৃত্যুদণ্ড ও লক্ষ্যভিত্তিক দমনের ব্যাপারে শক্ত প্রমাণ রয়েছে।

২. বিভিন্ন তথ্যসূত্রে বিভিন্ন মাত্রা (Odhikar বনাম ASK)

- ২০০৯–২০১৫: অধিকার অত্যন্ত উচ্চ লিঞ্চিং সংখ্যা দেখায় (প্রায়ই বছরে ১২০–১৭০ জন)।
- ২০১৬–২০২৩: ASK ও অন্যান্য সূত্র তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যা দেয় (বছরে আনুমানিক ৩০–৬৫ জন)।

এই দুটোকে ক্রমাগত সিরিজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে—সম্পূর্ণ তুলনাযোগ্য হিসেবে নয়। ২০১৫/২০১৬ সালের আশেপাশে একটি "source shift" বা তথ্যসূত্র–পদ্ধতির পরিবর্তন স্বীকৃত হয়েছে। এ পতন আংশিকভাবে বাস্তব পরিবর্তন (সংকট-পরবর্তী স্থিতিশীলতা, আন্দোলনের রূপান্তর) এবং আংশিকভাবে পদ্ধতিগত পার্থক্য (কভারেজ, কোডিং)–এর ফল।

এই অধ্যায়জুড়ে জোর দেওয়া হয়েছে যে এগুলো সংযত নিম্নসীমার অনুমান—গ্রামীণ এলাকায় কম রিপোর্টিং, ভিকটিম পরিবারের উপর রাজনৈতিক চাপ ইত্যাদির কারণে প্রকৃত সংখ্যা সম্ভবত আরও বেশি।

৩।৪. উপাদান ১: মব হত্যা (লিঞ্চিং ও স্বেচ্ছাচারী সহিংসতা)

মব হত্যা বলতে লিঞ্চিং, গণপিটুনি, স্বেচ্ছাচারী বিচার, ভিড়ের আক্রমণে মৃত্যু—এসবকেই বোঝায়, যেগুলো প্রায়ই "চোর ধরো," "ধর্ম অবমাননার শাস্তি," বা রাজনৈতিক প্রতিশোধ হিসেবে উপস্থাপিত হয়।

৩.৪.১. শাসনকালভিত্তিক মব-হত্যার নির্মিত সংখ্যা

২০০৯–২০২৪ সালের জন্য Odhikar ও ASK–এর প্যাটার্ন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময় মানবাধিকার প্রতিবেদন, এবং জিয়া ও বিএনপি আমলের জন্য ব্যাক-কাস্টিং ব্যবহার করে আমি শাসনকালভিত্তিক মব-হত্যার মোট সংখ্যা নির্মাণ করেছি এবং সেগুলোকে বার্ষিক হারে রূপান্তর করেছি—

জিয়া (১৯৭৭–১৯৮১)

- অনুমান: বছরে ≈ ৪০টি মব-হত্যা।
- মোট (≈ ৪ বছর): ১৬০টি মব-হত্যা।
- গ্রামীণ ও দলীয়-গোষ্ঠীগত স্বেচ্ছাচারী সহিংসতার মধ্যম স্তর প্রতিফলিত করে—২০০০-এর দশক বা অন্তর্বর্তী সরকারের মতো বড় লিঞ্চিং ঢেউ দেখা যায়নি।

বিএনপি (২০০১–২০০৬)

- প্রাথমিক অনুমান: বছরে ≈ ৭৮টি মব-হত্যা।
- উপরের দিকে সামঞ্জস্য করা হয়েছে—
    - ২০০১ পরবর্তী সাম্প্রদায়িক হামলা—সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর আগুন, হত্যা ও নির্যাতন;
    - উত্তরবঙ্গে বাংলা ভাই ও অন্যান্য ইসলামপন্থী ভিজিলান্টি গ্রুপ যারা প্রকাশ্যে "শাস্তি" ও হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করত;
    - রাজনৈতিক কর্মী ও সন্দেহভাজনদের স্থানীয় লিঞ্চিং।
- সমন্বিত মোট: প্রায় ৬৫০টি মব-হত্যা (বছরে প্রায় ১০০–১১০টি)।

আওয়ামী লীগ (২০০৯–জুলাই ২০২৪)

- অধিকার (২০০৯–২০১৫): খুব উচ্চ লিঞ্চিং—বছরে প্রায় ১৩০–১৭০ জন।
- ASK–এর মতো প্রবণতা (২০১৬–২০২৩): ৩০–৬৫ জন।
- ২০২৪ সালের জুলাই–আগস্ট অস্থিরতা: আরও ≈ ১৩০ জন।
- পুরো সিরিজ মিলিয়ে মোট ≈ ১,৪৬৫টি মব-হত্যা (গড়ে বছরে ≈ ৯০টি)।

অন্তর্বর্তী সরকার (আগস্ট ২০২৪–আগস্ট ২০২৫)

- মানবাধিকার ও মিডিয়া সূত্র: ৬০০–৬৩৭টি লিঞ্চিং, মাত্র এক বছরে।
- মডেলিং–এর জন্য প্রথম বছরের সংখ্যা ধরা হয়েছে ৬০০—যা ইতিহাসের যেকোনো শাসনের তুলনায় বহু গুণ বেশি।

এই মোট সংখ্যাগুলো পরে শাসনকাল ও জনসংখ্যা বিবেচনায় বছরওয়ারি প্রতি ১ লক্ষ জনসংখ্যায় হার হিসেবে রূপান্তর করা হয়েছে।

৩.৫. উপাদান ২: বিচারবহির্ভূত হত্যা (রাষ্ট্রীয় EJK)

বিচারবহির্ভূত হত্যা বলতে বুঝিয়েছি সেই সব মৃত্যু, যা স্বাভাবিক বিচারপ্রক্রিয়ার বাইরে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ঘটে, যেমন—

- "ক্রসফায়ার," "এনকাউন্টার," ও হেফাজতে থাকা অবস্থায় হত্যা;
- অবৈধ বা মারাত্মকভাবে ত্রুটিপূর্ণ বিচারের পর সংক্ষিপ্ত মৃত্যুদণ্ড;
- সামরিক ট্রাইব্যুনালে দেওয়া মৃত্যুদণ্ড, যেখানে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া (due process) মারাত্মকভাবে লঙ্ঘিত হয়।

৩.৫.১. জিয়া: বিচারবহির্ভূত সহিংসতা হিসেবে সামরিক গণ-ফাঁসি

জিয়ার আমলে সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনা হলো ১৯৭৭–এর বিদ্রোহের পর দমন–অভিযান, যেখানে বিশেষ সামরিক আইন ট্রাইব্যুনাল কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ১,০০০–এর বেশি সেনা ও বিমানসেনাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। যদিও এসব রায় আনুষ্ঠানিকভাবে সামরিক আদালতের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল, পরবর্তী আইনি ও মানবাধিকার বিশ্লেষণে এগুলোকে অত্যন্ত অন্যায্য, অসাংবিধানিক, এবং বাস্তবে বিচারবহির্ভূত হত্যার সমতুল্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কর্নেল আবু তাহেরের মামলা, যেটিকে পরবর্তীতে হাইকোর্ট "ঠাণ্ডা মাথার হত্যাকাণ্ড" হিসেবে আখ্যা দেয়, তা দেখায় কীভাবে "আইন"কে রাজনৈতিক হত্যার মুখোশ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

মডেলিং–এর ক্ষেত্রে, ১৯৭৭–এর সেই দমন–অভিযানের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রায় ১,১০০টি মৃত্যুদণ্ডকে আমি একযোগে বিচারবহির্ভূত ও লক্ষ্যভিত্তিক হিসেবে নিয়েছি এবং জিয়ার আমলের জন্য ধরে নিয়েছি—

- মোট Extrajudicial_killings (EJK) ≈ ১,১০০ (প্রায় ৪ বছরে),
- যা জনসংখ্যার তুলনায় বছরে অত্যন্ত উচ্চ হারের ইঙ্গিত দেয়।

৩.৫.২. বিএনপি ও এএল: র‍্যাব যুগের “ক্রসফায়ার” এবং টানা EJK

বিএনপি ২০০১–২০০৬ সময়কালের জন্য ২০০৪ সালে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)–এর সৃষ্টি একটি টার্নিং পয়েন্ট। মানবাধিকার সংস্থাগুলো কয়েক বছরের মধ্যে শত শত “ক্রসফায়ার” হত্যার দলিল করেছে। বিএনপি সরকার ও এর পরপরই সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সময় একসাথে ধরলে, অধিকার (Odhikar)–এর তথ্যে ২০০৯ সালের শুরুর দিকে বিচারবহির্ভূত হত্যার সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১,৫৩৪। মডেলিং–এ আমি সংযতভাবে ধরে নিচ্ছি, এর মধ্যে ১,০০০টি হত্যা বিএনপি (২০০১–২০০৬) আমলের সাথে সম্পর্কিত।

আওয়ামী লীগ ২০০৯–জুলাই ২০২৪ সময়কালের জন্য অধিকার প্রায় ২,৭০৩টি বিচারবহির্ভূত হত্যা নথিভুক্ত করেছে (প্রায় ১৫.৫ বছরে), যা গড়ে বছরে ≈ ১৭৪টি হত্যার সমান। এর মধ্যে রয়েছে র‍্যাব–নেতৃত্বাধীন অভিযান, “ড্রাগ–বিরোধী যুদ্ধ”–এর নামে পরিচালিত হত্যা, এবং রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত “এনকাউন্টার”।

৩.৫.৩. অন্তর্বর্তী সরকার: EJK সংখ্যা কম, কিন্তু দমন কম নয়

অন্তর্বর্তী সরকারের ক্ষেত্রে অধিকার এবং অন্যান্য সূত্র প্রথম ১১–১২ মাসে তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যক বিচারবহির্ভূত হত্যা নথিভুক্ত করেছে—মোটামুটি ২৯–৩৫টি। মডেলিং–এ আমি এক বছরের জন্য এই সংখ্যা ৩৫ ধরে নিয়েছি। তবে পরের অংশে দেখা যাবে, অন্তর্বর্তী আমলের coercive profile–এর মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মব–সহিংসতা ও লক্ষ্যভিত্তিক দমন (ট্রাইব্যুনাল, প্রকাশ্য নাম প্রকাশ, বাছাইকৃত অভিযান), ক্লাসিক “ক্রসফায়ার” মডেলের তুলনায় এগুলোর ওপরই বেশি জোর।

এখানেও শাসনকালভিত্তিক মোট সংখ্যাগুলোকে প্রতি ১ লক্ষ জনসংখ্যায় বছরে EJK হারের হিসেবে রূপান্তর করা হয়েছে, যাতে বিভিন্ন শাসনের মধ্যে তুলনাযোগ্য একটি সূচক তৈরি হয়।

৩.৬. উপাদান ৩: লক্ষ্যভিত্তিক হত্যার ধরন (০–৩ অর্ডিনাল স্কেল)

মব ও বিচারবহির্ভূত হত্যার বিপরীতে লক্ষ্যভিত্তিক হত্যার মূল প্রশ্ন কেবল কতজন মারা গেল তা নয়, বরং সহিংসতা নিয়মিতভাবে কি নির্দিষ্ট পরিচয় বা বিরোধী গোষ্ঠীর দিকে পরিচালিত হচ্ছে কি না। এই বৈশিষ্ট্য ধরতে প্রত্যেক শাসনের জন্য একটি সহজ ০–৩ অর্ডিনাল স্কেল ব্যবহার করেছি, যা পরে ০–১০–এ রূপান্তর করা হয়েছে—

- ০ = ন্যূনতম (রাজনৈতিক বা পরিচয়ভিত্তিক হত্যার কোনো সুস্পষ্ট প্যাটার্ন নেই);
- ১ = বিচ্ছিন্ন (মাঝে–মধ্যে কিছু targeted ঘটনা ঘটে);
- ২ = নিয়মিত (বারবার লক্ষ্যভিত্তিক সহিংসতা, তবে পুরোপুরি প্রাতিষ্ঠানিক বা সর্বব্যাপী নয়);

- ৩ = পদ্ধতিগত (systematic) — পরিকল্পিত, তালিকা–ভিত্তিক, পরিচয়/ব্যক্তিগতভাবে নির্দিষ্ট টার্গেটিং, যা শাসনের একটি নিয়মিত হাতিয়ার।

ঐতিহাসিক প্রমাণের ভিত্তিতে আমি নিম্নোক্ত মান দিয়েছি—

জিয়া (১৯৭৭–১৯৮১): ৩ (পদ্ধতিগত)

- ১৯৭৭–এর বিদ্রোহের পর যে সামরিক গণ–শুদ্ধি চলে এবং তাহেরসহ বহু সেনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, তা স্পষ্টভাবে তালিকা–ভিত্তিক, নির্দিষ্ট "শত্রু" চিহ্নিত করে purge–এর ইঙ্গিত দেয়।
- সাধারণ নাগরিকের ওপর মব-হত্যা তুলনামূলকভাবে মাঝারি হলেও, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সৈন্য ও ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রতি লক্ষ্যভিত্তিক দমন ছিল খুবই পদ্ধতিগত।

বিএনপি (২০০১–২০০৬): ৩ (পদ্ধতিগত)

- র‍্যাব–এর "ক্রসফায়ার" অপারেশন বারবার নামসহ "অপরাধী," বিরোধী কর্মী, এবং কথিত উগ্রপন্থীদের টার্গেট করেছে।
- উত্তরবঙ্গে বাংলা ভাই ও তার মিত্র ইসলামিস্ট গোষ্ঠীগুলো আদর্শিক বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্যারামিলিটারি–ধারার প্রকাশ্য শাস্তি ও হত্যা চালিয়েছে।
- আওয়ামী লীগ নেতৃত্বর বিরুদ্ধে উচ্চপ্রোফাইল হামলা—বিশেষ করে ২১ আগস্ট ২০০৪–এর গ্রেনেড হামলা—প্রধান বিরোধী শিবিরকে লক্ষ্য করে পরিকল্পিত সন্ত্রাস ও হত্যার বড় প্যাটার্নের অংশ।
- সব মিলিয়ে, বিএনপি আমলকে systematic targeted killing–এর শাসন হিসেবে কোড করা যৌক্তিক।

আওয়ামী লীগ (২০০৯–জুলাই ২০২৪): ২.৫ (উচ্চ, কিন্তু বিএনপি/অন্তর্বর্তী থেকে সামান্য কম)

- এএল আমলের বড় বৈশিষ্ট্য হলো র‍্যাব/পুলিশ–কেন্দ্রিক targeting, যেখানে বিরোধী কর্মী, কথিত অপরাধী, এবং "ড্রাগ ডিলার"দের বিরুদ্ধে অভিযানকে প্রধানত "নিরাপত্তা অভিযান" হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।
- প্যাটার্নটি গুরুতর ও দীর্ঘস্থায়ী হলেও, সরাসরি বিরোধী নেতৃত্বকে "decapitate" করার প্রকাশ্য প্রচেষ্টা বিএনপি–র ২১ আগস্ট–এর মতো বা অন্তর্বর্তী সরকারের "শত্রু" ব্র্যান্ডিং–এর মতো নাটকীয় নয়।
- এই সূক্ষ্ম পার্থক্য বোঝাতে এএল–এর জন্য কোড করা হয়েছে ২.৫, যা বিএনপি ও অন্তর্বর্তীর দেওয়া পূর্ণ ৩.০ মানের চেয়ে সামান্য কম।

অন্তর্বর্তী সরকার (আগস্ট ২০২৪–২০২৫): ৩ (পদ্ধতিগত)

- অন্তর্বর্তী সরকার ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে—ট্রাইব্যুনাল, প্রকাশ্য নাম প্রকাশ, "রাজাকার"/"শত্রু" তকমা, এবং আওয়ামী লীগ নেতা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও "বিরোধী/অ্যান্টি–মুভমেন্ট" ব্যক্তিদের বাছাই করা গ্রেফতার ও অভিযানে।
- প্যাটার্নটি একধরনের ক্লাসিক ফ্যাসিস্ট "purge logic"–এর মতো: আগে শত্রু তৈরি, তারপর রাষ্ট্র ও মব–সহিংসতা মিলিয়ে তাদের শাসিত ও শাস্তি দেওয়া।

এই অর্ডিনাল কোডগুলোকে পরে একটি ০–১০ Targeted Killing Index–এ রূপান্তর করা হয়, সহজ লিনিয়ার স্কেলিং–এর মাধ্যমে—যাতে ৩ → ১০, ২.৫ → প্রায় ৮.৩৩ ইত্যাদি হয়, এবং প্রয়োজনে এগুলোকে বৃহত্তর ফ্যাসিজম প্রোফাইলে একীভূত করা যায়।

$$TKI = \left(\frac{\text{অর্ডিনাল মান}}{৩}\right) \times ১০$$

যেমন—

- যদি অর্ডিনাল = ৩ → $\frac{3}{3} \times 10 = 10$
- যদি অর্ডিনাল = ২.৫ → $\frac{2.5}{3} \times 10 \approx 8.33$

৩.৭. হত্যাকেন্দ্রিক ফ্যাসিবাদ সূচক নির্মাণ

প্রত্যেক শাসনের জন্য এখন আমাদের আছে—

- Mob_killings: পুরো শাসনকাল জুড়ে মব–হত্যার মোট সংখ্যা; যা থেকে rate_mob (বছরে প্রতি ১ লক্ষ জনসংখ্যায় হার) বের করা হয়েছে;
- Extrajudicial_killings: পুরো শাসনকাল জুড়ে বিচারবহির্ভূত হত্যা; যা থেকে rate_extrajud হিসাব করা হয়েছে;
- Targeted_killings: একটি count–ধরনের উপাদান হিসেবে ধরা হয়েছে এবং rate_targeted–এ (প্রতি ১ লক্ষে বছরে হার) রূপান্তর করা হয়েছে, যদিও স্বীকার করা হয়েছে যে এর কিছু অংশ প্রকৃতপক্ষে কাঠামোগত (structural), শুধু সংখ্যা নয়।

Homicide-Based Fascism Index এই তিনটি হার (rate)–এর একটি ওজনযুক্ত লিনিয়ার সমন্বয় হিসেবে গড়ে উঠেছে—যেখানে প্রত্যেক উপাদানের তাত্ত্বিক গুরুত্ব অনুযায়ী আলাদা ওজন দেওয়া হয়েছে।

$$Index_{\text{raw}} = w_{mob} \times rate_{mob} \; + \; w_{targeted} \times rate_{targeted} \; + \; w_{extrajud} \times rate_{extrajud}$$

এখানে—

- w_{mob} = মব–হত্যার ওজন
- $w_{targeted}$ = লক্ষ্যভিত্তিক হত্যার ওজন
- $w_{extrajud}$ = বিচারবহির্ভূত হত্যার ওজন
- প্রতিটি rate = প্রতি ১ লাখ জনসংখ্যায় বছরে হত্যার হার

ওজনগুলোর যোগফলঃ

$$w_{mob} + w_{targeted} + w_{extrajud} = 1.0$$

ওজনগুলো এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে—

- লক্ষ্যভিত্তিক হত্যাকে (targeted killing) খানিকটা বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়;
- আর মব–হত্যা ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকে প্রায় সমমানের গুরুত্ব দিয়ে ধরা হয়।

ওজনগুলোর যোগফল ১.০ ধরা হয়েছে, যাতে সূচকটি একটি স্বাভাবিককৃত (normalized) স্কেলে থাকে।

সূচককে সহজে ব্যাখ্যা–যোগ্য করতে এটিকে ১০–১০০ স্কেলে পুনঃস্কেল করা হয়েছে (যেখানে কম মান মানে তুলনামূলকভাবে কম ফ্যাসিস্ট সহিংসতা):

$$Index_{10-100} = 10 + 90 \times \frac{Index_{\text{raw}} - \text{সর্বনিম্ন } Index_{\text{raw}}}{\text{সর্বোচ্চ } Index_{\text{raw}} - \text{সর্বনিম্ন } Index_{\text{raw}}}$$

এই ফর্মুলাটি সূচককে ১০–১০০ স্কেলে আনে—

- **১০ = সবচেয়ে কম ফ্যাসিস্ট সহিংসতা**
- **১০০ = সবচেয়ে বেশি ফ্যাসিস্ট সহিংসতা**

এই সূত্র অনুযায়ী,

- যে শাসনের homicide–ভিত্তিক ফ্যাসিস্ট সহিংসতা সবচেয়ে কম, সে পায় ১০–এর কাছাকাছি স্কোর;
- আর যে শাসনে এই সহিংসতা সবচেয়ে বেশি, সে পায় ১০০–এর কাছাকাছি স্কোর;
- অন্যান্য শাসন সেই দুই প্রান্তের মাঝখানে অনুপাত অনুযায়ী অবস্থান করে।

প্রত্যেক কম্পোনেন্টের (মব, লক্ষ্যভিত্তিক, বিচারবহির্ভূত হত্যার সংখ্যা) চারপাশে পয়সন–ভিত্তিক confidence interval ব্যবহার করে উচ্চ/নিম্ন হার অনুমান করা হয়েছে; তবে বর্ণনামূলক

স্পষ্টতার জন্য এই অধ্যায়ে শুধুই কেন্দ্রীয় মান বা central index value–গুলো উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩.৮. শাসনকালভিত্তিক তুলনামূলক ফলাফল

গঠন করা ডেটাগুলোর একটি স্টাইলাইজড সারাংশ উপস্থাপিত হয়েছে টেবিল X.1–এ (ভবিষ্যতে নতুন তথ্য এলে সুনির্দিষ্ট সংখ্যাগুলো সমন্বয় করা যেতে পারে)।

ফিগার ১ শাসনভেদে হত্যাকেন্দ্রিক দমন–প্রোফাইল

শাসনকাল (Regime)	সময়সীমা (Period)	মব–হত্যা (আনুমানিক মোট)	বিচারবহির্ভূত হত্যা – EJK (আনুমানিক মোট)	লক্ষ্যভিত্তিক হত্যা (আনুমানিক)	গুণগত সংক্ষিপ্তসার (Qualitative summary)
জিয়া	১৯৭৭–১৯৮১	≈ ১৬০	≈ ১,১০০	≈ ১,১০০	মাঝারি মাত্রার মব–সহিংসতা, তবে ১৯৭৭–এর বিদ্রোহ–পরবর্তী সামরিক আইন ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বিদ্রোহী ও বিরোধীদের ওপর অত্যন্ত লক্ষ্যভিত্তিক ও বৃহৎ পরিসরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর।
বিএনপি	২০০১–২০০৬	≈ ৬৫০	≈ ১,০০০	≈ ১,৪০০	উচ্চমাত্রার মব–সহিংসতা, যার মধ্যে সাম্প্রদায়িক পোগ্রোম এবং বাংলা ভাই–ধরনের ভিজিলান্টি তৎপরতা অন্তর্ভুক্ত; প্রাতিষ্ঠানিক র‍্যাব "ক্রসফায়ার"; ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলাসহ এএল নেতৃত্বকে পদ্ধতিগতভাবে লক্ষ্য করা।
আওয়ামী লীগ (AL)	২০০৯–জুলাই ২০২৪	≈ ১,৪৬৫	≈ ২,৭০৩	≈ ৮০০	দুই–পর্যায়ের প্যাটার্ন: ২০০৯–২০১৫ সময়ে খুব উচ্চ লিঞ্চিং; ২০১৬–এর পর তুলনামূলক কম হলেও স্থায়ী প্রবণতা; পাশাপাশি নিরাপত্তা

শাসনকাল (Regime)	সময়সীমা (Period)	মব–হত্যা (আনুমানিক মোট)	বিচারবহির্ভূত হত্যা – EJK (আনুমানিক মোট)	লক্ষ্যভিত্তিক হত্যা (আনুমানিক)	গুণগত সংক্ষিপ্তসার (Qualitative summary)
					ও "ড্রাগ–বিরোধী" অভিযানের নামে টানা বিচারবহির্ভূত হত্যা। লক্ষ্যভিত্তিক সহিংসতা ছিল, তবে বিএনপি/অন্তর্বর্তীর তুলনায় কম "decapitation–oriented l"
অন্তর্বর্তী সরকার	আগস্ট ২০২৪–আগস্ট ২০২৫	≈ ৬০০ (১ বছর)	≈ ৩৫	≈ ২৩৭	মাত্র এক বছরে মব–লিঞ্চিংয়ের বিপর্যয়কর বিস্ফোরণ, যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ট্রাইব্যুনাল, প্রকাশ্য লেবেলিং, ও বাছাইকৃত অভিযান; আনুষ্ঠানিক EJK কম হলেও লক্ষ্যভিত্তিক স্টিগমাটাইজেশন এবং আধা–মব শাসন অত্যন্ত তীব্র।

যখন এই সব উপাদানকে Homicide-Based Fascism Index (১০–১০০)–এ একত্র করা হয় (দেখুন ফিগার ১), তখন সুস্পষ্ট একটি প্যাটার্ন দেখা যায়—

- জিয়ার আমল উচ্চ স্কোর পায় মূলত ১৯৭৭ সালের সামরিক গণ–ফাঁসির অস্বাভাবিক spike–এর কারণে;
- বিএনপি আমলও উচ্চ স্কোর পায়—কারণ এখানে সহিংসতার নানা রূপ একসাথে জটলা বেঁধে আছে: র‍্যাব–নেতৃত্বাধীন ক্রসফায়ার, বাংলা ভাই–এর জঙ্গি ভিজিলান্টি, সংখ্যালঘুদের ওপর সাম্প্রদায়িক আক্রমণ, এবং প্রধান বিরোধী শিবিরের বিরুদ্ধে উচ্চপ্রোফাইল হত্যাচেষ্টা;
- আওয়ামী লীগ আমল একটি দ্বৈত চরিত্র দেখায়:

- প্রথম পর্যায়ে (২০০৯–২০১৫) মারাত্মক মব–লিঞ্চিং ও উল্লেখযোগ্য বিচারবহির্ভূত হত্যা,
- পরের পর্যায়ে (২০১৬–২০২৩) লিঞ্চিং তুলনামূলক কমে এলেও EJK অব্যাহত থাকে, বিশেষত "ড্রাগ–যুদ্ধ"–কেন্দ্রিক অভিযানে; এএল–এর homicide প্রোফাইল গুরুতর ও দীর্ঘমেয়াদি, তবে targeted killing স্কোর বিএনপি ও অন্তর্বর্তীর তুলনায় সামান্য কম;

- অন্তর্বর্তী সরকার স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ মব–সহিংসতার প্রোফাইল তৈরি করেছে—লিঞ্চিং ও ভিজিলান্টি আক্রমণ "স্বাভাবিক" স্বৈরাচারী মাত্রার তুলনায় বহু গুণ বেশি; যদিও classical EJK সংখ্যা তুলনামূলক কম, কিন্তু মব–শাসন, ট্রাইব্যুনাল, এবং পদ্ধতিগত শত্রু–ব্র্যান্ডিং একত্রে একটি গভীরভাবে ফ্যাসিস্ট প্যাটার্ন তৈরি করেছে।

Figure 1: Homicide-Based Fascism Index (10-100, Lower is better)

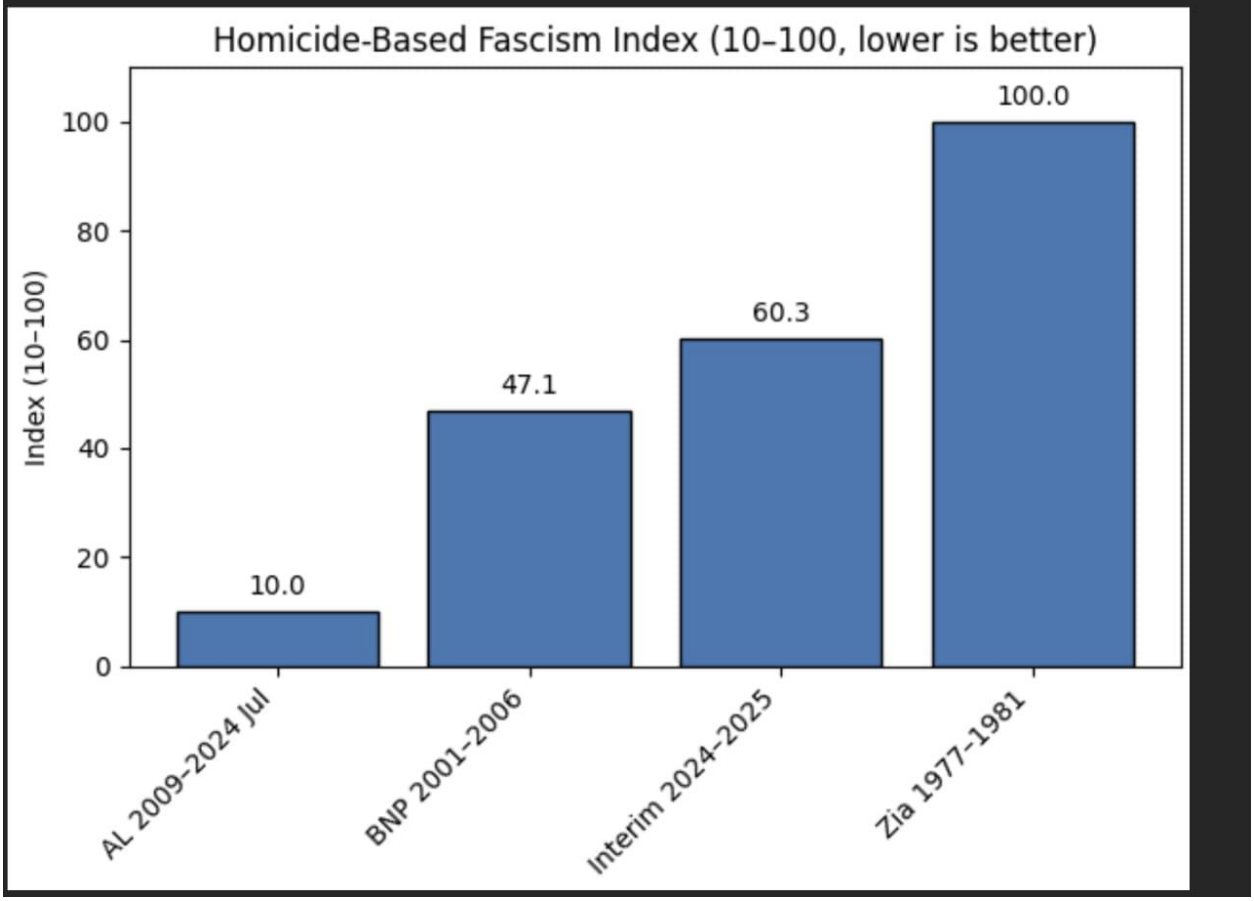

সূচক–সংখ্যা বলছে এক কথা, কিন্তু হারের হিসাব ছবিটা আরও স্পষ্ট করে (ফিগার ২ দেখুন): জিয়ার আমলে মব–হত্যা ছিল তুলনামূলকভাবে সর্বনিম্ন—এর পরেই অবস্থান এএল ও বিএনপি। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার মাত্র কয়েক মাসেই এমন ভয়ংকর মব–সহিংসতা সৃষ্টি করেছে, যা অন্য কোনো সময়ে দেখা যায়নি। বিপরীতে যখন বিচারবহির্ভূত ও রাজনৈতিকভাবে লক্ষ্যভিত্তিক হত্যার কথা আসে, তখন তিন শাসনের মধ্যে জিয়ার সময়টি সবচেয়ে নির্মম; এর পর বিএনপি আমল, আর তুলনামূলকভাবে কম হলেও এএল আমলে এই সহিংসতা দৃশ্যমান ছিল।

Figure 2: Rates per 100K Per Year

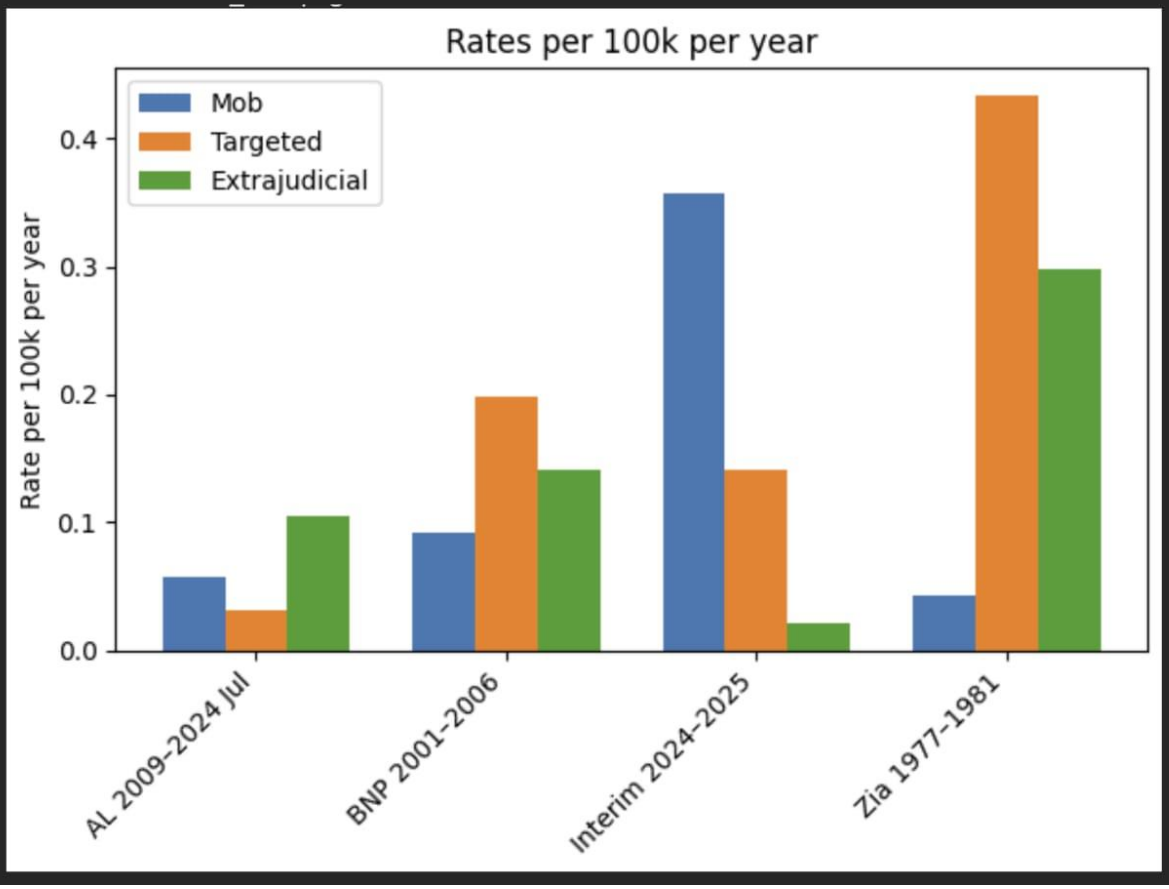

৩.৯ হত্যাকেন্দ্রিক ফ্যাসিবাদ সূচক: সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে তিন ধরনের প্রাণঘাতী সহিংসতা—মব হত্যা, বিচারবহির্ভূত হত্যা, এবং লক্ষ্যভিত্তিক রাজনৈতিক হত্যা—ব্যবহার করে চারটি শাসনকালের হত্যাকেন্দ্রিক ফ্যাসিবাদ প্রোফাইল তৈরি করা হয়েছে। তথ্য নেওয়া হয়েছে অধিকার, ASK, এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার তথ্যসূত্র থেকে; আর যেসব বছরের নিয়মিত তথ্য পাওয়া যায় না, সেখানে ব্যাক-কাস্টিং, ঐতিহাসিক প্রমাণ, এবং তুলনামূলক শাসন–আচরণের ভিত্তিতে অনুমান নির্মাণ করা হয়েছে।

জিয়ার আমলে (১৯৭৭–১৯৮১) তুলনামূলকভাবে কম মব–হত্যা থাকলেও, সামরিক আইন ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে প্রায় ১,১০০ জনকে মৃত্যুদণ্ড—যা পরবর্তীতে আদালত "ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা" বলেছেন—এই আমলকে বিচারবহির্ভূত ও লক্ষ্যভিত্তিক সহিংসতায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যায়।

বিএনপি আমলে (২০০১–২০০৬) দেখা যায় দ্বিমাত্রিক সহিংসতা: একদিকে বাংলা ভাই ধরনের ইসলামিস্ট ভিজিলান্টি ও সাম্প্রদায়িক পোগ্রোমে মব–হত্যা, অন্যদিকে র‍্যাব–এর "ক্রসফায়ার" এবং বিরোধী নেতৃত্বের ওপর উচ্চপ্রোফাইল হামলা; যা এই আমলকে পদ্ধতিগত targeted killing–এর কাতারে রাখে।

আওয়ামী লীগ আমলে (২০০৯–জুলাই ২০২৪) সহিংসতা দুই পর্যায়ে ভাগ হয়—২০০৯–১৫ সময়ে ভয়াবহ লিঞ্চিং প্রবণতা, ২০১৬–২৩ সময়ে তা তুলনামূলক কমে এলে ও বিচারবহির্ভূত অভিযান (বিশেষত ড্রাগ–যুদ্ধ) স্থায়ীভাবে চলতে থাকে। লক্ষ্যভিত্তিক সহিংসতা উল্লেখযোগ্য হলেও বিএনপি যুগের চেয়ে সামান্য কম তীব্র।

অন্তর্বর্তী সরকারের (আগস্ট ২০২৪–২৫) এক বছরে প্রায় ৬০০ মব–লিঞ্চিং—স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব—যার সাথে যুক্ত হয়েছে প্রকাশ্য "শত্রু"–ব্র্যান্ডিং, ট্রাইব্যুনাল, ও বাছাইকৃত দমন। আনুষ্ঠানিক EJK সংখ্যা কম হলেও এর সামগ্রিক সহিংসতা–প্রোফাইল এক গভীর ফ্যাসিস্ট purge–এর ইঙ্গিত দেয়।

এই তিন কম্পোনেন্টকে ১০–১০০ স্কেলে normalise করে নির্মিত Homicide-Based Fascism Index দেখায় যে—

- জিয়ার আমল ও বিএনপি আমল সর্বোচ্চ হত্যাকেন্দ্রিক ফ্যাসিস্ট স্কোর পায়;
- এএল আমল মাঝারি–উচ্চ স্কোরে দাঁড়ায়;
- আর অন্তর্বর্তী সরকার সবচেয়ে কম সময়ে সবচেয়ে ভয়াবহ মব–সহিংসতার কারণে তীব্র ফ্যাসিস্ট বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে।

এই অধ্যায়ে মব–হত্যা, বিচারবহির্ভূত হত্যা ও লক্ষ্যভিত্তিক দমন—এই তিন ধরনের প্রাণঘাতী সহিংসতার ওপর ভিত্তি করে চারটি শাসনামলের হত্যাকেন্দ্রিক ফ্যাসিবাদ সূচক নির্মিত হয়েছে। অধিকার ও ASK–এর তথ্য এবং ব্যাক-কাস্টিং পদ্ধতির সমন্বয়ে দেখা যায়—জিয়ার আমলে ১৯৭৭–এর সামরিক গণ–ফাঁসি এই সময়টিকে সর্বোচ্চ extrajudicial ও targeted সহিংসতার পর্যায়ে নিয়ে যায়। বিএনপি আমলে র‍্যাব–মূলক "ক্রসফায়ার," বাংলা ভাই–এর ভিজিলান্টি এবং ২১ আগস্টের মতো রাজনৈতিক হত্যাচেষ্টা লক্ষ্যভিত্তিক সহিংসতার পদ্ধতিগত চরিত্র স্পষ্ট করে। আওয়ামী লীগ আমলে ২০০৯–১৫ সালের ভয়াবহ লিঞ্চিং এবং টানা বিচারবহির্ভূত হত্যা মাঝারি–উচ্চ ফ্যাসিস্ট প্রোফাইল তৈরি করে। অন্তর্বর্তী সরকার মাত্র এক বছরে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মব–লিঞ্চিং প্রজন্ম তৈরি করে, যার সাথে যুক্ত হয় শত্রু–ব্র্যান্ডিং, ট্রাইব্যুনাল ও বাছাই করা দমন। তিন উপাদান মিলিয়ে ১০–১০০ সূচকে দেখা যায়—জিয়া ও বিএনপি আমলে সর্বোচ্চ ফ্যাসিস্ট

সহিংসতা, এএল আমলে মাঝারি–উচ্চ, এবং অন্তর্বর্তী সরকার সহিংস মব–শাসনের কারণে সবচেয়ে তীব্র ফ্যাসিস্ট প্রবণতা প্রদর্শন করেছে।

লেখকঃ প্রফেসর ড. শ্যামল দাস- অধ্যাপক, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ও সমাজবিজ্ঞান, এলিজাবেথ সিটি স্টেট ইউনিভার্সিটি, নর্থ ক্যারোলাইনা, যুক্তরাষ্ট্র